Indigenous Peoples Development Services (IPDS)

promoting the visions of indigenous peoples

EUROPEAN UNION

আদিবাসী অধিকার
বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র

জাতিসংঘ

সাধারণ পরিষদ

ডিস্ট্রি : সীমিত
১২ সেপ্টেম্বর ২০০৭
মূল : ইংরেজি

মানবাধিকার পরিষদের প্রতিবেদন

বেলজিয়াম, বলিভিয়া, কোস্টারিকা, কিউবা, ডেনমার্ক, ডোমিনিকান রিপাবলিক, ইকুয়েডর, এসটোনিয়া, জার্মানি, গ্রিস, গুয়েতেমালা, হাঙ্গেরি, লাটভিয়া, নিকারাগুয়া, পেরু, পর্তুগাল, স্লোভেনিয়া ও স্পেন : খসড়া কার্যবিবরণী

আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র

সাধারণ পরিষদ,

২০০৬ সালের ২৯ জুন ১/২ নং কার্যবিবরণীতে নথিভুক্ত মানবাধিকার পরিষদের সুপারিশ, যার মাধ্যমে পরিষদ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র গ্রহণ করেছিল, তা বিবেচনায় নিয়ে

২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর ৬১/১৭৮ নং কার্যবিবরণী, যার মাধ্যমে সাধারণ পরিষদ আদিবাসী অধিকার বিষয়ক এই ঘোষণাপত্রের উপর আর কোনো পর্যালোচনার জন্য সময় বরাদ্দের পরিবর্তে সরাসরি কাজে চলে যাওয়া এবং সাধারণ পরিষদের একষট্টিতম অধিবেশনের সমাপ্তির আগেই এই ঘোষণাপত্র গ্রহণের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা স্মরণ করে

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র, যা বর্তমান কার্যবিবরণীতে সংযোজিত হয়েছে, তা অনুমোদন করছে।

[১]United Nations General Assemble A/61/L.67*

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

আদিবাসী অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র

সাধারণ পরিষদ,

জাতিষংঘ সনদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য এবং সনদ অনুসারে রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত দায়িত্বসমূহ পুরিপূরণের সরল বিশ্বাসে পরিচালিত হয়ে,

আদিবাসী জনগোষ্ঠীসমূহ অন্য সকল জাতিগোষ্ঠীর মতোই সমান তা স্বীকার করে, সকল মানুষের যেরূপ স্বতন্ত্র অধিকার রয়েছে ও সকলে নিজেদেরকে যেভাবে স্বতন্ত্র মনে করে, সেভাবে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের স্বাতন্ত্র্যতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে,

মানব জাতির সার্বজনীন ঐতিহ্য হিসেবে গড়ে উঠা সভ্যতা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা ও সমৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে সকল মানুষের অবদানকে স্বীকার করে,

জাতীয় উৎপত্তি, জাতিগত, ধর্মীয়, নৃতাত্ত্বিক অথবা সাংস্কৃতিক ভিন্নতার উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিশ্বাসী সকল প্রকার মতবাদ, নীতিমালা এবং আচরণ জাতিবিদ্বেষী, বৈজ্ঞানিকভাবে ভ্রান্ত, আইনগতভাবে অগ্রহণযোগ্য, নৈতিকতা দিক থেকে ঘৃণ্য এবং সামাজিকভাবে অন্যায্যতা স্বীকার করে,

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহকে তাদের অধিকার প্রয়োগের করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাবে না এটা পুনর্বার মেনে নিয়ে,

ঔপনিবেশীকরণ এবং জমি, ভূখন্ড ও সম্পদ হারানোর ফলে, তম্মধ্যে বিশেষ করে তাদের নিজস্ব চাহিদা ও স্বার্থ অনুসারে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অধিকার থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করার কারণে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ যে ঐতিহাসিক বঞ্চনা ও অন্যায়ের শিকার হয়েছে তার প্রতি উদ্বেগ প্রকাশ করে,

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য, ইতিহাস ও দর্শন, বিশেষভাবে তাদের জমি, ভূখন্ড ও সম্পদের অধিকারের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠা আদিবাসীদের সহজাত অধিকারকে শ্রদ্ধা ও প্রসারের জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে,

রাষ্ট্রের সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তি-তুল্য গঠনমূলক ব্যবস্থায় স্বীকৃত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারকে শ্রদ্ধা ও প্রসারের জরুরি প্রয়োজনীয়তাকে পুনর্বার স্বীকার করে,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির লক্ষ্যে এবং সকল প্রকার বৈষম্য ও নির্যাতন অবসানের নিমিত্তে আদিবাসীদর সংগঠিত হওয়ার প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে,

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এবং ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও শক্তিশালীকরণে এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা ভিত্তিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে তাদেরকে সক্ষম করে তুলবে এটা মেনে নিয়ে,

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জ্ঞান, সংস্কৃতি এবং প্রথাগত রীতি যা স্থায়িত্বশীল ও ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন এবং পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনায় অবদান রাখে এটাও স্বীকৃতি দিয়ে,

শান্তি প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ও উন্নয়ন, বিশ্বের জাতি ও জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার সমঝোতা এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আদিবাসী জমি ও ভূখন্ডের বেসামারিকীকরণ অবদানকে গুরুত্ব দিয়ে,

শিশু অধিকারের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর শিশুদের লালন পালন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং সমৃদ্ধির নিমিত্তে আদিবাসী পরিবারসমূহ ও জনগোষ্ঠীর যৌথ দায়দায়িত্ব অক্ষুণ্ন রাখার অধিকারকে বিশেষ স্বীকৃতি দিয়ে,

রাষ্ট্র ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠর মধ্যকার আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা চুক্তি এবং চুক্তি-তুল্য গঠনমূলক ব্যবস্থায় স্বীকৃত অধিকারকে, কতক পরিস্থিতিতে, আন্তর্জাতিক বিষয়, স্বার্থ, দায়বদ্ধতা ও বৈশিষ্ট্যের অঙ্গ হিসেবে বিবেচনায় এনে,

আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা চুক্তি ও চুক্তি-তুল্য গঠনমূলক ব্যবস্থাকে রাষ্ট্র ও আদিবাসীদের মধ্যকার সুদৃঢ় অংশীদারিত্ব এবং বর্তমানে বিদ্যমান সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে বিবেচনায় এনে,

জাতিসংঘ সনদ, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি[২] তথা ভিয়েনা ঘোষণাপত্র ও কার্যপরিকল্পনা[৩] সকল মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের মৌলিক প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি দেয়, সেই স্বীকৃতি বলে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং স্বাধীনভাবে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে সেসব আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোকে স্বীকার করে,

আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত কোনো জাতিগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অস্বীকার করার ক্ষেত্রে এই ঘোষণাপত্র ব্যবহার করা যাবে না এটা মনে রেখে,

এই ঘোষণাপত্রে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারকে স্বীকৃতি মাধ্যমে ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বৈষম্যহীনতা এবং সরল বিশ্বাসেরমূলনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্র ও আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার সম্প্রীতিমূলক ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে তা সন্দেহাতীতভাবে বিশ্বাস করে,

সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা ও সহযোগিতার মাধ্যমে, আন্তর্জাতিক আইনসমূহে বিশেষ করে যেসব মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বেলায় প্রযোজ্য, সেসব সকল প্রকার দায়িত্বসমূহ মেনে চলতে ও বাস্তবায়নে রাষ্ট্রকে উৎসাহিত করে,

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার প্রসার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের গুরুত্বপূর্ণ ও বিদ্যমান ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে,

এই ঘোষণাপত্রকে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি, প্রসার ও সংরক্ষণ এবং কর্মক্ষেত্রে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট কর্মকান্ডের উন্নতির ক্ষেত্রে আরেক ধাপ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিশ্বাস করে,

আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত সকল প্রকার মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আদিবাসী ব্যক্তিগণ বৈষম্যমুক্ত থাকার অধিকারী এবং জাতিগোষ্ঠী হিসেবে আদিবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষা, সমৃদ্ধি ও সমন্বিত উন্নতির ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সমষ্টিগত অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়ে ও দৃঢ়তার সাথে পুনর্ব্যক্ত করে,

এক দেশের সাথে আরেক দেশের ও এক অঞ্চলের সাথে আরেক অঞ্চলের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভিন্নতর অবস্থা এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক বিশিষ্টতা ও বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমির তাৎপর্যকে স্বীকার করে,

অংশীদারিত্ব ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের নীতির ভিত্তিতে অব্যাহত সফলতার ফলক হিসেবে নিম্নোক্ত আদিবাসীঅধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করছে—

অনুচ্ছেদ-১

জাতিসংঘ সনদ, সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র[৪] এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহে স্বীকৃত সকল প্রকার মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা, সমষ্টিগতভাবে হোক বা ব্যক্তিগতভাবে হোক, আদিবাসীদের পূর্ণাঙ্গভাবে ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২

আদিবাসী জনগণের অন্য সকল জাতিগোষ্ঠী ও ব্যক্তির মতো স্বাধীন ও সমান এবং তাদের অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তাদের আদি উৎপত্তি অথবা পরিচয়ের ভিত্তিতে যেকোনো বৈষম্য থেকে মুক্তি লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৩

আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে। সেই অধিকার বলে তারা অবাধে তাদের রাজনৈতিক মর্যাদা নির্ধারণ করে এবং অবাধে তাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রাখে।

[2] See resolution 2200 A (XXI), annex.
[3] A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

[4] Resolution 217 A (III).

অনুচ্ছেদ-৪

আদিবাসীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার চর্চার বেলায়, তাদের আভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে স্বায়ত্বশাসন ও স্বশাসিত সরকারের অধিকার রয়েছে এবং তাদের স্বশাসনের কার্যাবলীর জন্য অর্থায়নের পন্থা ও উৎসের ক্ষেত্রেও অনুরূপ অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৫

আদিবাসী জনগণ যদি পছন্দ করে তাহলে রাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের পূর্ণ অধিকার রেখে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক, আইনী, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান অক্ষুন্ন রাখা ও শক্তিশালীকরণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৬

প্রত্যেক আদিবাসী ব্যক্তির জাতীয়তা লাভের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৭

১. আদিবাসী ব্যক্তির তাঁর জীবন, শারীরিক এবং মানসিক সামগ্রিকতা, স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠী হিসেবে স্বাধীনভাবে, শান্তিতে ও নিরাপদে জীবনযাপনের অধিকার রয়েছে এবং জোরপূর্বক একগোষ্ঠীর শিশুদের অন্য কোনো গোষ্ঠীতে সরিয়ে নেওয়াসহ গণহত্যা অথবা অন্য কোনো প্রকার সহিংস কর্মকান্ডের শিকার করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-৮

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও ব্যক্তিকে জোরজবরদস্তিমূলক একীভূতকরণ বা তাদের সংস্কৃতি ধ্বংসকরণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত কার্যক্রম নিবৃত্ত ও প্রতিকারের জন্য কার্যকরী কর্মকৌশল গ্রহণ করবে—

   ক) তাদের স্বতন্ত্র জাতিগোষ্ঠীর মর্যাদা বা সাংস্কৃতিক মূলবোধ কিংবা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়কে বিপন্ন করার লক্ষ্যে অথবা প্রভাবিত করে এমন যে কোনো কার্যক্রম;

   খ) তাদের ভূমি, ভূখন্ড অথবা সম্পদ থেকে বিতাড়িত করার লক্ষ্যে অথবা প্রভাবিত করে এমন যে কোনো কার্যক্রম;

   গ) তাদের অধিকার লঙ্ঘন ও ক্ষুণ্ন করার লক্ষ্যে অথবা প্রভাবিত করে এমন যে কোনো জবরদস্তিমূলক জনগোষ্ঠী স্থানান্তর কার্যক্রম;

   ঘ) যে কোনো প্রকার একীভুতকরণ বা অঙ্গীভুতকরণ কার্যক্রম;

   ঙ) তাদের বিরুদ্ধে বর্ণবাদী কিংবা নৃতাত্ত্বিক বৈষম্য ত্বরান্বিত করা বা উস্কে দেয়ার লক্ষ্যে পরিকল্পিত যে কোনো অপপ্রচারণা।

অনুচ্ছেদ-৯

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী ও ব্যক্তির তাদের ঐতিহ্য ও প্রথা অনুসারে আদিবাসী সম্প্রদায় বা জাতির সদস্য হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই অধিকার চর্চার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বৈষম্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-১০

আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তাদের ভূমি কিংবা ভূখন্ড থেকে জবরদস্তিমূলকভাবে উৎখাত করা যাবে না। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়া কোনোভাবে অন্য এলাকায় স্থানান্তর করা যাবে না এবং ন্যায্য ও যথাযথ ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সমঝোতাসাপেক্ষে স্থানান্তর করা হলেও, যদি কোনো সুযোগ থাকে, পুনরায় তাদেরকে স্ব-এলাকায় ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ-১১

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও প্রথা চর্চা করা ও পুনরুজ্জীবিত করার অধিকার রয়েছে। এই অধিকারের মধ্যে তাদের সংস্কৃতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত অভিব্যক্তি, যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্থান, শিল্পকলা, নকশা,

আচার-অনুষ্ঠানাদি, প্রযুক্তি এবং সচিত্র ও অভিনয় শিল্প ও সাহিত্য অক্ষুন্ন রাখা, রক্ষা করা এবং উন্নয়ন করার অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে প্রণীত কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণের মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সম্পদ যা আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ব্যতীত কিংবা তাদের আইন, ঐতিহ্য ও প্রথা লঙ্ঘন করে কেড়ে নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে সম্মানজনকভাবে পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে কার্যকর প্রতিবিধানের উদ্যোগ নেবে।

অনুচ্ছেদ-১২

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্য, প্রথা ও আচার-অনুষ্ঠান পালন করা, চর্চা করা, উন্নয়ন করা এবং শিক্ষা প্রদানের অধিকার; তাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্থানসমূহ অক্ষুন্ন রাখা, রক্ষা করা এবং একান্তভাবে চর্চার অধিকার; উৎসব-আচারাদির বস্তুসামগ্রী ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার; এবং তাদের পূর্ব পুরুষের দেহাবশেষ ফিরে পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র সংশি- ষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে প্রণীত ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও কার্যকর কর্মকৌশলের মাধ্যমে আচারাদির বস্তুসামগ্রী ও পূর্ব পুরুষের দেহাবশেষ তাদের অধিকারে রাখা এবং/কিংবা ফিরে পাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-১৩

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের ইতিহাস, ভাষা, অলিখিত প্রথা, দর্শন, লিখন পদ্ধতি ও সাহিত্য পুনরুজ্জীবিত করা, ব্যবহার করা, উন্নয়ন করা ও ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে হস্তান্তর করা এবং তাদের সম্প্রদায়, স্থান ও ব্যক্তির নিজস্ব নামকরণ করা ও তা বহাল রাখার অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার সুরক্ষার জন্য এবং আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীসমূহ যাতে রাজনৈতিক, আইনী ও প্রশাসনিক কার্যপ্রণালী, বুঝতে পারে এবং তাদের বিষয়ও যাতে ইহার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে বুঝতে পারে, তা প্রয়োজনবোধে অনুবাদের মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো যথাযথ ব্যবস্থার মাধ্যমে নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-১৪

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা প্রদানের জন্য তাদের সাংস্কৃতিক রীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ পাঠদান ও শিক্ষণ পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং সেসবের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসী ব্যক্তির, বিশেষ করে আদিবাসী শিশুদের, বৈষম্যহীনভাবে রাষ্ট্র প্রদত্ত সকল স্তরের ও সকল প্রকারের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে।

৩. রাষ্ট্র, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে, যারা তাদের সম্প্রদায়ের বাইরে বসবাস করছে তাদেরসহ আদিবাসী মানুষের, বিশেষ করে শিশুদের জন্য, সম্ভব ক্ষেত্রে, নিজস্ব সংস্কৃতি ও ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-১৫

১. শিক্ষাব্যবস্থায় ও সরকারি তথ্যভান্ডারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ইতিহাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষার মর্যাদা ও বৈচিত্র্য যথাযথভাবে প্রতিফলনের অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী এবং সমাজের অন্য সকল অংশের মধ্যে বিদ্বেষ প্রশমন করা ও বৈষম্য দূর করা এবং সহনশীলতা, সমঝোতা ও সুসম্পর্ক ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে আলোচনাক্রমে ও যৌথভাবে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-১৬

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব ভাষায় নিজস্ব গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠা করার অধিকার এবং কোনোরূপ বৈষম্য ব্যতীত অ-আদিবাসী কর্তৃক পরিচালিত সকল প্রকার গণমাধ্যমে ব্যবহারের অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন গণমাধ্যমে আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য যাতে যথাযথ প্রতিফলিত হয় তা নিশ্চিত করতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কোনোরূপ বাধা ব্যতীত মতপ্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণে, আদিবাসীদের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য পর্যাপ্তভাবে প্রতিফলন ঘটানোর জন্য রাষ্ট্র বেসরকারি মালিকানাধীন গণমাধ্যমগুলোকে উৎসাহিত করবে।

অনুচ্ছেদ-১৭

১. আদিবাসী ব্যক্তি ও জাতিগোষ্ঠীর বিদ্যমান আন্তর্জাতিক ও দেশীয় শ্রম আইনে স্বীকৃত সকল প্রকার অধিকার পূর্ণাঙ্গভাবে ভোগ করার অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী শিশুদের ক্ষমতায়নের নিমিত্তে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের সুযোগের অভাব ও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনা করে তাদেরকে অর্থনৈতিক শোষণ থেকে এবং তাদের শিক্ষা অনিশ্চিত কিংবা বাধাগ্রস্ত করে অথবা শিশুদের স্বাস্থ্য বা দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক অগ্রগতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন যে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষার জন্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে আলোচনাক্রমে ও যৌথভাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৩. আদিবাসী ব্যক্তিকে যে কোনো বৈষম্যমূলক শ্রম এবং অন্যান্য চাকুরি বা বেতন-ভাতার শর্তারোপ করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-১৮

আদিবাসীদের তাদের নিজস্ব কর্মপদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এবং তাদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান অক্ষুণ্ন রাখা ও উন্নয়নের জন্য, তাদের অধিকারকে প্রভাবিত করবে এমন বিষয়ে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-১৯

রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করতে পারে এমন আইন প্রণয়ন কিংবা প্রশাসনিক সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের পূর্বে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি নেয়ার জন্য তাদের প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদিবাসীদের সাথে সৎ উদ্দেশ্যেআলোচনা ও সহযোগিতা করবে।

অনুচ্ছেদ-২০

১. আদিবাসীদের তাদের জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের নিজস্ব ধারা নিশ্চিত করার জন্য, এবং তাদের ঐতিহ্যগত ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যক্রমে স্বাধীনভাবে নিযুক্ত থাকার জন্য তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রতিষ্ঠান বজায় রাখা ও উন্নয়নের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী তাদের জীবন-জীবিকা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে বঞ্চনার শিকার হয়েছে তার ন্যায্য ও নিরপেক্ষ প্রতিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২১

১. আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন অন্যান্য শিক্ষা, কর্মসংস্থান, কারিগরি প্রশিক্ষণ ও পুনঃপ্রশিক্ষণ, আবাসন, স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার অব্যাহত উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। আদিবাসী প্রবীণ, যুবক-যুবতী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২২

১. এই ঘোষণাপত্র বাস্তবায়নের সময় আদিবাসী প্রবীণ, যুবক-যুবতী, শিশু ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও বিশেষ প্রয়োজনীয়তার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী নারী ও শিশুরা যাতে সকল প্রকার সহিংসতা ও বৈষম্য থেকে রক্ষা পায় ও তা নিশ্চয়তার সাথে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে তার নিশ্চিত করার জন্য, আদিবাসীদের সাথে যৌথভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-২৩

আদিবাসী জানগণের তাদের উন্নয়নের অধিকার প্রয়োগের জন্য অগ্রাধিকার বিষয় ও কর্মকৌশল নির্ধারণ ও প্রণয়নের অধিকার রয়েছে। বিশেষ করে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন স্বাস্থ্য, আবাসন এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও নির্ধারণের জন্য এবং, যথাসম্ভব তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এরূপ কর্মকান্ড পরিচালনার করার জন্য সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৪

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের ঐতিহ্যগত ঔষধি ব্যবস্থাপনা এবং অত্যাবশ্যক ঔষধি গাছ, জীবজন্তু ও খনিজ সম্পদ সংরক্ষণসহ তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্ষার অধিকার রয়েছে। কোনো প্রকার বৈষম্য ছাড়া আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সকল প্রকার সামাজিক ও স্বাস্থ্যসেবা লাভের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসী ব্যক্তির তাদের প্রাপ্য সর্বোচ্চমানের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা উপভোগের অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র এই অধিকার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ক্রমাগত অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-২৫

আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় ভোগদখলে থাকা ও ব্যবহৃতজমি, ভূখন্ড, জল, সমুদ্র উপকুল ও অন্যান্য সম্পদের সাথে তাদের স্ব স্ব আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখা ও সুদৃঢ়করণের অধিকার এবং এক্ষেত্রে ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট তাদের এসবের দায়িত্বসমূহ সমুন্নত রাখার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৬

১. আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন, ভোগদখলে থাকা কিংবা অন্যথায় ব্যবহৃত কিংবা অধিগ্রহণকৃত জমি, ভূখন্ড ও সম্পদের অধিকার রয়েছে।

২. আদিবাসীদের ঐতিহ্যগত মালিকানা কিংবা ঐতিহ্যগত ভোগদখল, ব্যবহার, এবং একই সাথে অন্যথায় অধিগ্রহণের মাধ্যমে অর্জিত ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের উপর তাদের মালিকানা, ব্যবহার, উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

৩. রাষ্ট্র এসব জমি, ভূখন্ড ও সম্পদের আইনগত স্বীকৃতি ও সুরক্ষা করবে। সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রথা, ঐতিহ্য এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযথ মর্যাদা দিয়ে সেই স্বীকৃতি প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ-২৭

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ঐতিহ্যভাবে মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় ভোগদখলে তাকা বা ব্যবহার্য করা ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদসহ তাদের ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের উপর তাদের অধিকারের স্বীকৃতি দেয়া ও বৈধতা দানের লক্ষ্যে, আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর আইন, ঐতিহ্য প্রথা ও ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার যথাযথ স্বীকৃত প্রদানপূর্বক, রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে একটি অবাধ, স্বাধীন, নিরপেক্ষ, উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া প্রবর্তন ও বাস্ড়বায়ন করবে। এই প্রক্রিয়ায় আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-২৮

১. আদিবাসীদের ঐতিহ্যগতভাবে মালিকানাধীন কিংবা অন্যথায় ভোগদখলকৃত বা ব্যবহারকৃত, এবং তাদের স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি ছাড়া বাজেয়াপ্ত, হরণ, দখল ব্যবহার বা ক্ষতিসাধন করা ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদ যাতে তারা ফিরে পায় কিংবা, তা সম্ভব না হলে, ন্যায্য, যথাযথ ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পায় সেরূপ প্রতিকার পাওয়ার অধিকার আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর রয়েছে।

২. সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠী স্বেচ্ছায় অন্য কোনো কিছু রাজি না হলে, ক্ষতিপূরণ হিসেবে গুণগত, পরিমাণগত ও আইনী মর্যাদা দিক দিয়ে সমান ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদ অথবা সমান আর্থিক ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোনো যথাযথ প্রতিকার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অনুচ্ছেদ-২৯

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর পরিবেশ এবং তাদের ভূমি বা ভূখন্ড ও সম্পদের উৎপাদন শক্তি সংরক্ষণ ও রক্ষা করার অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য ছাড়া এ ধরনের সংরক্ষণ ও রক্ষা করার ক্ষেত্রে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর জন্য সহায়তামূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি বা ভূখন্ডেকোনো প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ দ্রব্যসামগ্রী গুদামজাতকরণ বা এর আবর্জনা স্তূপীকরণ যাতে না হয় তা নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩. রাষ্ট্র প্রয়োজনানুসারে আদিবাসী জাতিগোষ্ঠী স্বাস্থ্যসেবা পরিবীক্ষণ, পরিচর্যা এবং পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত কার্যক্রম যা উল্লেখিত দ্রব্যসামগ্রী দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী কর্তৃক প্রণীত ও বাস্তবায়িত হতো সেভাবে যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৩০

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি কিংবা ভূখন্ডে সামরিক কার্যক্রম হাতে নেয়া যাবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত উপযুক্ত জনস্বার্থের প্রয়োজনে যুক্তিগ্রাহ্য হবে, অন্যথায় যদি সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর স্বেচ্ছায় সম্মতি জ্ঞাপন বা অনুরোধ করে।

২. রাষ্ট্র সামরিক কার্যক্রমের জন্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি বা ভূখন্ড ব্যবহারের পূর্বে যথাযথ পদ্ধতি ও বিশেষ করে তাদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে কার্যকর আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৩১

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের সাংস্কৃতিক কৃষ্টি, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, এবং মানব ও বংশ-উৎপত্তি বিষয়ক সম্পদ, বীজ, ঔষধ, প্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক সম্পদ, মুখে মুখে প্রচলিত প্রথা, সাহিত্য, নকশা, ক্রীড়া ও ঐতিহ্যবাহী খেলাধুলা এবং সচিত্র ও অভিনয় কলাসহ তাদের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির প্রদর্শনের চর্চা, নিয়ন্ত্রণ, সংরক্ষণ এবং উন্নয়নের অধিকার রয়েছে। সাংস্কৃতিক কৃষ্টি, ঐতিহ্যগত জ্ঞান এবং ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তিসহ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ বজায় রাখা, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষা এবং উন্নয়নের অধিকারও তাদের রয়েছে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে যৌথভাবে এসকল অধিকারগুলোর স্বীকৃতি ও সংরক্ষণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৩২

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের ভূমি কিংবা ভূখন্ড ও অন্যান্য সম্পদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার বিষয় ও কর্মকৌশল নির্ধারণ ও প্রণয়নের অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কোনো প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে, বিশেষ করে তাদের খনিজ, জল কিংবা অন্য কোনো সম্পদের উন্নয়ন, ব্যবহার বা আহরণের পূর্বে স্বাধীন ও পূর্বাবহিত সম্মতি গ্রহণের জন্য তাদের নিজস্ব প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে সৎ উদ্দেশ্যে আলোচনা ও সহযোগিতা করবে।

৩. রাষ্ট্র উক্তরূপ কোনো কার্যক্রমের ন্যায্য ও যথাযথ প্রতিকারের জন্য কার্যকর কর্মকৌশল গ্রহণ করবে এবং নেতিবাচক পরিবেশগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা আধ্যাত্মিক প্রভাব কমানোর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৩৩

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীরা তাদের নিজস্ব প্রথা এবং ঐতিহ্য মোতাবেক তাদের আত্মপরিচয় অথবা সদস্যপদ নির্ধারণের অধিকার রয়েছে। এই অধিকার যে রাষ্ট্রে বাস করে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ থেকে আদিবাসী ব্যক্তিদের নিবৃত্ত করা যাবে না।

২. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের নিজস্ব পদ্ধতি অনুযায়ী তাদের প্রতিষ্ঠানের কাঠামো নির্ধারণ ও সদস্যপদ মনোনয়নের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৩৪

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মানদন্ড অনুসারে তাদের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও তাদের স্বতন্ত্র প্রথা, আধ্যাত্মিকতা, ঐতিহ্য, কার্যপ্রণালী, রীতিনীতি এবং বিদ্যমান বিচারব্যবস্থা কিংবা ঐতিহ্যের প্রসার ঘটানো, উন্নয়ন করা ও বজায় রাখার অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৩৫

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর তাদের সমাজে ব্যক্তির দায়িত্বাবলী নির্ধারণের অধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৩৬

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর, বিশেষতঃ যারা আন্তর্জাতিক সীমানা দ্বারা বিভক্ত হয়েছে তারা অন্য প্রান্তের নিজস্ব জনগোষ্ঠী তথা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ যোগাযোগ সম্পর্ক ও সহযোগিতা বজায় রাখার ও উন্নয়নের অধিকার রয়েছে।

২. রাষ্ট্র এই অধিকার কার্যকরকরণে সহযোগিতা প্রদান ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে আলোচনা ও সহযোগিতার ভিত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৩৭

১. আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর রাষ্ট্র কিংবা তাদের উত্তরসূরীর সাথে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা চুক্তি এবং অন্যান্য চুক্তি-তুল্য গঠনমূলক ব্যবস্থার স্বীকৃতি, প্রতিপালন এবং বাস্তবায়ন করার অধিকার রয়েছে এবং এসব আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা চুক্তি ও চুক্তি-তুল্য গঠনমূলক ব্যবস্থাবলীর অবশ্যই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লাভের অধিকার রয়েছে।

২. আন্তর্জাতিক চুক্তি, সমঝোতা চুক্তি ও অন্যান্য চুক্তি-তুল্য গঠনমূলক ব্যবস্থায় সন্নিবেশিত আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকারগুলোকে খর্ব ও বিলুপ্ত করার জন্য এই ঘোষণাপত্রের কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-৩৮

রাষ্ট্র এই ঘোষণাপত্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর সাথে আলোচনাক্রমে ও সহযোগিতা ভিত্তিতে আইন প্রণয়নসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৩৯

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর এই ঘোষণাপত্রে সন্নিবেশিত অধিকারগুলো উপভোগের জন্য রাষ্ট্র থেকে ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও কারিগরি সাহায্য লাভের আধিকার রয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৪০

আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর রাষ্ট্র রা অন্যান্য পক্ষের সাথে বিদ্যমান সংঘাত ও বিরোধ নিস্পত্তি, তথা তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের কার্যকর প্রতিকারের জন্য ন্যায্য ও নিরপেক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ করা এবং তার মাধ্যমে দ্রুত মীমাংসা লাভের অধিকার রয়েছে। এরূপ মীমাংসার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রথা, ঐতিহ্য, নীতি ও আইনি ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারকে যথাযথ বিবেচনায় রাখতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৪১

জাতিসংঘের বিভিন্ন বিভাগ ও বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহ অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতাসহ কর্মোদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্রের বিধানাবলী পূর্ণ কার্যরূপদানে ভূমিকা রাখবে। আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে তাদের নিশ্চিত অংশগ্রহণের জন্য পথ ও পন্থা গড়ে তুলতে হবে।

অনুচ্ছেদ-৪২

আদিবাসীজাতিগোষ্ঠী বিষয়ক স্থায়ী ফোরাম ও জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থাসমূহ, তাদের দেশীয় পর্যায়ের অফিসসহ জাতিসংঘ, জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গপরিষদ এবং রাষ্ট্র এই ঘোষণাপত্রের বিধানাবলীর পূর্ণাঙ্গ প্রয়োগ ও স্বীকৃতি প্রদান করবে এবং এই ঘোষণাপত্র কার্যকরকরণে অনুগ্রামী কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ-৪৩

এই ঘোষণাপত্রে স্বীকৃতি অধিকারগুলো বিশ্বের আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষা, মর্যাদা ও সমৃদ্ধির জন্য ন্যূনতম মানদন্ড হিসেবে বিবেচিত।

অনুচ্ছেদ-৪৪

এই ঘোষণাপত্রে স্বীকৃতি সকল অধিকার ও স্বাধীনতা আদিবাসী ব্যক্তির নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে সমানভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে।

অনুচ্ছেদ-৪৫

এই ঘোষণাপত্রের কোনো কিছুরই আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর বিদ্যমান ও ভবিষ্যতে অর্জিত কোনো অধিকার হ্রাসকরণ ও বিলুপ্তকরণ হিসেবে ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ-৪৬

১. এই ঘোষণাপত্রের কোনো কিছুরই ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে না যার দ্বারা কোনো রাষ্ট্র জাতিগোষ্ঠী, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির জাতিসংঘ সনদের বিরোধাত্মক কোনো তৎপরতায় প্রবৃত্ত হওয়ার বা কোনো কার্য সম্পাদন করার অধিকারে বুঝায় অথবা সার্বভৌম ও স্বাধীন রাষ্ট্রের ভৌগলিক অখন্ডতা বা রাজনৈতিক ঐক্যের, সম্পূর্ণ বা অংশবিশেষ, অঙ্গচ্ছেদ বা ক্ষতি করবে এমন কোনো কার্যের অধিকার অর্পণ বা উৎসাহ প্রদানকে বুঝায়।

২. এই ঘোষণাপত্রে ঘোষিত অধিকারগুলো উপভোগের ক্ষেত্রে, সকলের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে। এই ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত অধিকারগুলো উপভোগের ক্ষেত্রে কেবল আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের দায়বদ্ধতা অনুসারে আইন দ্বারা নির্ধারিত সেসব সীমাবদ্ধতাগুলো কার্যকর হবে। এসব সীমাবদ্ধতাগুলো অন্যদের অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানে ও সম্মান প্রদর্শনে নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্য এবং গণতান্ত্রিক সমাজের ন্যায্য ও অতীব বাধ্যবাধক প্রয়োজনীয়তা পুরিপূরণের জন্য একমাত্র অপ্রভেদমূলক ও কঠোর আবশ্যকতার ক্ষেত্রে বলবৎ হবে।

৩. এই ঘোষণাপত্রে অন্তর্ভুক্ত বিধানাবলী ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সমতা, বৈষম্যহীনতা, সুশাসন এবং সরল বিশ্বাসের মূলনীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা যাবে।